রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৩১ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.১৯৭—বঙ্গবন্ধু হত্যামামলার এজাহারদাতা বাদী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব আ ফ ম মহিতুল ইসলাম গত ২৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

২। জনাব মহিতুলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৪ ভাদ্র ১৪২৩/২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৪ ভাদ্র ১৪২৩ / ২৯ আগস্ট ২০১৬

বঙ্গবন্ধু হত্যামামলার এজাহারদাতা বাদী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব আ ফ ম মহিতুল ইসলাম গত ২৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

জনাব মহিতুল ইসলাম ০৫ অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে (ধানমন্ডি ৩২) রেসিডেন্স পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি ১৯৮১ সালে তৎকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে উচ্চমান সহকারী হিসাবে যোগদান করেন। ২০০০ সালে তিনি সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। জনাব মহিতুল তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই কালো দিনে তাঁর সঙ্গে শাহাদৎবরণ করেন তাঁর মহীয়সী সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এবং তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য ও স্বজন। এই বর্বর হত্যাযজ্ঞের সময় জনাব মহিতুল ঘটনাস্থলে অবস্থান করছিলেন। এই নির্মম হত্যাকান্ড তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেলকে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘাতকেরা শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

নৃশংস এই হত্যাকান্ডের পরই জনাব মহিতুল বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়ে মামলা রুজু করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু মামলা করতে গিয়ে তিনি নিগৃহীত হন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তারিখে তৎকালীন সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রক্ষার্থে 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' জারি করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় 'সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯' দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশের বৈধতা প্রদানের ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক 'The Indemnity (Repeal) Act, 1996' জারির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু হত্যামামলার বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। এই প্রেক্ষাপটে জনাব মহিতুল ২ অক্টোবর ১৯৯৬ তারিখে ধানমন্ডি থানায় এজাহার দায়ের করেন। তাঁর দায়ের করা মামলার সূত্র ধরেই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সংঘটিত হয়। বিচার-প্রক্রিয়া শেষে দন্ডিতদের মধ্যে পাঁচ জনের মৃত্যুদন্ড ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে, যা তিনি জীবদ্দশায় দেখে গেছেন।

বাদী হিসাবে প্রদত্ত দীর্ঘ জবানবন্দিতে ১৫ আগস্টের সেই কালো রাত্রির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। শেষ সময়ে বঙ্গবন্ধুকে এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যে-দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মুখোমুখি হতে দেখেছেন, তার অনন্য বিবরণসহ ঐ হত্যাযজ্ঞের যে বর্ণনা তিনি আদালতে ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে রেখে গেছেন তা জাতির জীবনে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে টিকে থাকবে।

জনাব মহিতুল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচলভাবে অনুগত থেকেছেন। ৭৫ থেকে ৯৬ পর্যন্ত যে-দুঃসহ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন, একইভাবে ২০০১-পরবর্তী সময়েও অনুরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকে দিনাতিপাত করতে হয়। সেই সময়ে বেশিরভাগই আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হন তিনি। অসহনীয় প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু হত্যামামলার অন্যতম সাক্ষ্য প্রদানকারী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ একজন দেশপ্রেমিককে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব মহিতুলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাচ্ছে গভীর সমবেদনা।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd